সমকাল

তারিখ 06 SEP 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

সরকারি স্কুলের জমি দখল

জ্ঞানের জগতে দুর্বৃত্তদের হানা

শনিবার সমকালে 'প্রভাবশালীদের কব্জায় প্রাইমারি স্কুলের জমি' শিরোনামের প্রতিবেদনটি উদ্বেগজনক। জ্ঞানের রাজ্যে এভাবে দুর্বৃত্তদের হানা মেনে নেওয়া যায় না। খোদ রাজধানীতেই এমনটি ঘটছে। দখলদাররা এমনই প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী যে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষ কর্মকর্তা অকপটে বলেছেন– 'উদ্ধারের কথা বলা যত সহজ, বাস্তবে ততই কঠিন।' প্রকৃতই সরকারি বিদ্যালয়ের জমিতে বস্তি, হাইস্কুল, কলেজ, ওয়াসার পানির পাম্প, সিটি করপোরেশনের কার্যালয়, ঈদগাহ মাঠ, মসজিদ, আনসার ক্যাম্প, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কার্যালয় প্রভৃতি স্থাপনা এবং সর্বসাধারণের চলাচলের রাস্তা গড়ে উঠলে তা অপসারণ সহজ নয়। দখলের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক বা সামাজিকভাবে প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা। ছল-চাতুরী ও প্রতারণাও কম নেই। কেউ কেউ রক্ষক হয়ে সেজেছেন ভক্ষক; যেমনটি দেখা গেছে পুরান ঢাকার এক সময়ের সাড়া জাগানো এলাকা আরমানিটোলার প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ক্ষেত্রে। এটির একজন সাবেক প্রধান শিক্ষক প্রতিষ্ঠানের জমির একটি অংশ নিজের নামে নামজারি করে পাঁচতলা বাড়ি তুলেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর অনেক চেষ্টা করেও জমি উদ্ধার করতে পারছে না। প্রতিবেদনে মিরপুরের তুরাগ নদের তীরে গুদারাঘাটের কাছে অবস্থিত কাজী ফরিদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তা ভয়াবহ বললেও কম বলা হয়। সরকারি নথিপত্রে এই বিদ্যালয়ের জমির পরিমাণ ১৮৫ শতাংশ। বাস্তবে মাত্র ১৬ শতাংশ রয়েছে স্কুলের দখলে। বাকি ১৬৯ শতাংশ জুড়ে বস্তি এবং সেখান থেকে নিয়মিত ভাড়া আদায় হয়, কিন্তু তা থেকে বিদ্যালয় কিছু পায় না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার দায়িত্ব মূলত সরকারেরই হাতে। তাহলে কীভাবে ৫৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি হাতছাড়া হয়ে গেল? এ অপরাধ একদিনে সংঘটিত হয়নি। একদল অসৎ লোক নানা কৌশলে তা করেছে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য এবং থানা ও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন কিংবা চাপের কাছে নতিস্বীকারে বাধ্য হয়েছেন। প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চায়নি। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি হাতছাড়া হওয়ার দায় তাই অনেকের। সম্ভবত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান যথাযথভাবে বজায় রাখতে না পারার কারণেও এ ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পেরেছে। রাজধানী বা দেশের অন্য কোথাও সচ্ছল জনগোষ্ঠী তো দূরের কথা, মধ্যবিত্তরাও তাদের সন্তানদের এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে আগ্রহী থাকেন না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের চাকরি পাকা, কিন্তু বেতন ও অন্যান্য সুবিধা নামমাত্র। এসব বিদ্যালয়ে প্রকৃতপক্ষে নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানরাই ভর্তি হয়। সন্তানরা মানসম্পন্ন শিক্ষা না পেলেও তারা তেমন প্রতিবাদী হতে পারেন না। শিক্ষকরাও অনেক ক্ষেত্রে দায়সারাভাবে পাঠদান সম্পন্ন করেন। এ কারণে বিদ্যালয়গুলোর প্রতি রাষ্ট্র ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মনোযোগ তেমন আকৃষ্ট হয় না। জমি জবরদখলদাররা এ সুযোগও গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সরকার এবং বিশেষ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কেন সরকারি জমি বেদখল হতে দেবে? তারা সচেষ্ট হলে যে ফল মেলে– তার প্রমাণ আনসার ও ভিডিপি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেনদরবার করে একটি বিদ্যালয়ের জমি উদ্ধার। এভাবে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের জমিও উদ্ধার হয়েছে বা সেজন্য চেষ্টা চলছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত ও জোরালো করা চাই। একই সঙ্গে বিদ্যালয়গুলোর সংশ্লিষ্ট সবার কাছে প্রত্যাশা– শিক্ষার মানোন্নয়নে সাধ্যমতো চেষ্টা চলুক। প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন হলে সমাজের সব অংশের সন্তানেরা পাঠগ্রহণের জন্য ভর্তি হবে এবং সে অবস্থায় দুর্বৃত্তরাও থাকবে শত হাত দূরে।